বাঁশখালী হত্যাকাণ্ড ও কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প: সরেজমিন প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে চীনা কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে এস আলম গ্রুপের কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে এলাকার মানুষ বেশকিছু দিন ধরে অনিয়ম, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা ও জবরদস্তির অভিযোগ করে আসছিলেন। কোম্পানি কাজ এগুতে গিয়ে জবরদস্তি, জালিয়াতি, জমি দখল, মাস্তানি সবকিছুই করছিলো। বিক্ষোভও বাড়ছিলো। তারই এক পর্যায়ে গত ৩ এপ্রিল কোম্পানির লোকজনের কাজে বাধা দেবার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সাতজন গ্রামবাসীকে। ক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ে। গত ৪ এপ্রিল মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে সমাবেশ ডাকা হয়। সমাবেশস্থলে আসতে থাকা প্রায় ১৫/২০ হাজার মানুষের মিছিলে পুলিশ ও কোম্পানির সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলি করে। চারজন গ্রামবাসী নিহত হন এবং গর্ভবতী নারী, শিশুসহ অনেকে গুলিবিদ্ধ হন। এর বিরুদ্ধে বাঁশখালীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর নিহতদের পরিবার ও আহতসহ এলাকাবাসীর ওপরই চাপানো হয় মামলা, শুরু হয় আরেকদফা হয়রানি। হত্যাকান্ডে সরকারি প্রশাসন ও এস আলম গ্রুপের ভূমিকা আড়াল করতে এবং কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে একটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প হিসেবে হাজির করতে বিজ্ঞাপন ছাড়াও শুরু হয় যথেচ্ছ মিথ্যাচার। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর জ্বালানী উপদেষ্টা সরাসরি সমর্থন জানান কোম্পানি ও প্রকল্পের প্রতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরপর তিনটি লেখা দেয়া হলো। লেখক প্রকৌশলী মাহবুব সুমন, কল্লোল মোস্তফা ও নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজ ঘটনাস্থলে গিয়েছেন, কথা বলেছেন বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে, এর ভিত্তিতেই তাঁদের লেখায় জানিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়।

সরেজমিন গণ্ডামারা বাঁশখালী: ৪টি মর্মান্তিক মৃত্যু

মাহবুব সুমন

গত ৫ এপ্রিল জাতীয় কমিটির একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত বাঁশখালীর অধিবাসীদের দেখতে যায়। প্রথম কিছুক্ষণ কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ যেসব ওয়ার্ডে আহত লোকজন আছে বলে জানা গেছে, বাস্তবে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কেউ নেই। অনেকক্ষণ খোঁজার পর টের পাওয়া গেল যে গ্রেপ্তারের ভয়ে লোকজন পরিচয় দিতে চাচ্ছে না। ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৬০০০ জনকে অজ্ঞাত উল্লেখ করে বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডের আহত ও নিহতদের আত্মীয়-পরিজনের নামেই মামলা দেওয়া হয়েছে। এখন যাকে যেখানে পাওয়া যাচ্ছে তাকেই গ্রেপ্তারের আওতায় আনা হচ্ছে। সেদিনই হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া অবস্থায় অনেকে গ্রেপ্তার হন। সে কারণে জাতীয় কমিটিকে দেখে প্রথমে কোন পক্ষের লোক তা নিশ্চিত হতে না পেরে হাসপাতালের আহত এবং তাদের স্বজনরাই পরিচয় গোপন করেন। ১৯, ২৬, ২৭, ২৮ ও ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডের নার্সরুমে কথা বলে কিছু রোগীর নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়। বলা হলো, যাদের হাতে-পায়ে-মাথায় নতুন ব্যান্ডেজ, হাতে হাতকড়া আর মাথার দুই দিকে দুজন করে পুলিশ, দেখবেন ওরাই বাঁশখালীর আহত রোগী। সেইভাবে নতুন করে অনুসন্ধান করা হলে পাঁচজনকে পাওয়া গেল–নুরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম, মুজিব, আউয়াল ও আব্দুল আলিম। কারো পায়ে, পিঠে, গলায়, পেটে গুলি লেগেছে। কারো অপারেশন করে গুলি বের করা হয়েছে, কারো এখনো গুলি বের করা হয়নি। ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তাঁরা এত অসুস্থ যে তাদের পক্ষে নিজের পায়ে দুই কদম হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এদের এক হাতে হাতকড়া, কোমরে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে হাসপাতালের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে। আর শিয়রে দুজন পুলিশ। মুজিব নামের একজনের গলা দিয়ে গুলি ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনো রক্তক্ষরণ চলছে। সাথে তাঁর বড় ভাই, কিছুক্ষণ পর পর তুলা দিয়ে মুখের রক্ত মুছে দিচ্ছিলেন। আধশোয়া অবস্থা থেকেই হাত উঁচু করে ইশারায় দেখানোর চেষ্টা করছিলেন যে তিনি আমাদের চিনতে পেরেছেন।

গত ২৫ মার্চ এস আলম গ্রুপের কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীর ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঁশখালীর অধিবাসী আমানুল ইসলাম (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, যুব ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম), অ্যাডভোকেট ইকবাল, আবু বকর, অমৃত করণসহ (সংগঠক, বাসদ-মার্কসবাদী) গণ্ডামারা ইউনিয়নের বেশ কিছু ছাত্র-শিক্ষকের আহ্বানে জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদল গণ্ডামারা ইউনিয়নে যান। বাঁশখালীতে ঢোকার পর সেদিন যে পরিস্থিতি দেখা গেছে তাকে এককথায় আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গিরণের আগের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের প্রথমে তাঁরা চিনতে না পেরে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কয়েকজন বলতে থাকেন–আপনারা এস আলম গ্রুপের লোক হলে আজকে এখান থেকে কাপড়-চোপড় নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁদের নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো, আপনাদের মতো আমরাও কয়লাবিদ্যুতের বিপক্ষে। বললেন (পরীক্ষা করে দেখছিলেন)–আচ্ছা, বলেন তো কেন আপনারা কয়লাবিদ্যুতের বিপক্ষে? উত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে বলা হলো, কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলে জমি নষ্ট হবে, মাটি নষ্ট হবে, পানি দূষিত হবে, মানুষের ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটিসহ নানা অসুখ-বিসুখ বাড়বে– এ রকম হাজারো ঘটনা ঘটবে। এই দফায় চায়ের দোকানে প্রতিনিধিদলকে ঘিরে ধরা লোকজনের মুখের পেশি আস্তে আস্তে শিথিল হওয়া শুরু করল। একজন বলল–আপনারা আমাদের পক্ষে কথা বলছেন, এজন্য আপনাদের আমরা চা খাওয়াব। নাইলে আপনার আজকে খবর নিয়া ছাড়তাম। বাঁশখালীর মানুষের এ রকম তেজ সেদিন উপস্থিত সবাইকেই বিস্মিত করেছিল।

দুই মাস ধরেই চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রে শোনা যাচ্ছিল যে এস আলম গ্রুপ চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার ৯ নম্বর

গণ্ডামারা ইউনিয়নে ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য স্থানীয় জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং কোথাও কোথাও জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে জমি দখল করছে। বাঁশখালী ও গণ্ডামারা এলাকার কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ ইন্টারনেট, টিভি, পত্রিকাসহ নানা উৎস থেকে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারে। রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সুন্দরবন নিয়ে জাতীয় কমিটির লংমার্চ এবং আরো অনেক ধরনের পরিবেশগত প্রচার-প্রচারণা থেকে তারা নিশ্চিত হয়, এই কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাদের নিঃস্ব করে দেবে। পরিবেশ ও কয়লাবিদ্যুৎ নিয়ে তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং সচেতনতার স্তর অবাক করার মতো। ফলে বাঁশখালী-গণ্ডামারার অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই– ১. জীবিকা হারানোর আশঙ্কায়, ২. ভিটামাটি হারানোর আশঙ্কায় এবং ৩. পরিবেশগত ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এই কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে শুরু করে। প্রথম দিকে এই বিরোধিতা চায়ের দোকানগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমান্বয়ে তা সারা গণ্ডামারা ইউনিয়ন এবং পুরো বাঁশখালীতে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গণ্ডামারা ইউনিয়নে 'ভিটামাটি রক্ষার আন্দোলন' নামে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের গণজমায়েত ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেসব সমাবেশে ১৮ থেকে ২০ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল বলে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়। মার্চ মাস পর্যন্ত কিছু কিছু সমাবেশে পুলিশের গুলি, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও হতাহতের খবর চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে।

এস আলম গ্রুপের আয়োজনে অন্য এক সমাবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, 'কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে তেমন কোনো পরিবেশদূষণ হবে না এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' বক্তৃতায় তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে কোনো স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে গেলে যদি নির্মাণস্থলে একটি-দুটি আমগাছ পড়ে, সেই আমগাছটিকে কেটে ফেলতে হয়। এ রকম ঘটনায় তেমন কোনো পরিবেশদূষণ হবে না এবং ৮০% লাভের জন্য ২০% ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।' এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করায় এলাকাবাসী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যায়।

গত ২৫ মার্চ গণ্ডামারা ইউনিয়নে ঢুকলে দেখা যায়, চারপাশের প্রায় সকল জমিতে এস আলম গ্রুপ তাদের দখল চিহ্নিত করে খুঁটি গেড়ে রেখেছে। স্থানীয় লোকজনের মতে, অল্প কিছু জমি এস আলম গ্রুপ ক্রয় করেছে। ক্রয় প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় স্থানীয় লোকজনকে তারা বলেছিল, এখানে রপ্তানিযোগ্য তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা এবং সেসব রপ্তানি করার জন্য সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হবে, যার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এলাকার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের আশায় স্থানীয় লোকজন কিছু জমি এস আলম গ্রুপের কাছে বিক্রি করে। কিন্তু কিছুদিন পরই 'এস এস পাওয়ার ১ লিমিটেড' এবং 'এস এস পাওয়ার ২ লিমিটেড' নামের সাইনবোর্ড দিয়ে এস আলম গ্রুপ নির্মাণকাজ শুরু করলে এলাকাবাসী বিভ্রান্ত হয়। তারা বুঝতে পারে, তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তারা জানতে পারে যে গোপনে এস আলম গ্রুপ স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আরিফুল্লার সাহায্যে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জোরপূর্বক জমি দখল এবং সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেখানে এলাকাবাসীর কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চট্টগ্রাম শহরের মহসিন কলেজ, সিটি কলেজসহ অন্যান্য কলেজে অধ্যয়ন এবং কর্মরত গণ্ডামারার ছাত্র-শিক্ষকরা পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারে যে এস আলম গ্রুপের করা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে তারা ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন এবং এখানে ভয়াবহ পরিবেশদূষণ হবে। এসব জানতে পেরে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা এস আলম গ্রুপের কাছে আর জমি বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইতিমধ্যে যেসব জমি এস আলম গ্রুপের হাতে গেছে সেসব ফেরত চায়। প্রতিক্রিয়ায় এস আলম গ্রুপের নাসির গং ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে বেশ কিছু জমি জোরপূর্বক খুঁটি গেড়ে দখল করে। আশপাশের লোকজনকে হুমকি দেয় যে তাদেরও ক্রমান্বয়ে এলাকাছাড়া করা হবে।

এস আলম গ্রুপের এসব কাজে সহায়তা করেন জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আরিফুল্লা এবং স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা। পরে ভূমি প্রশাসনে গণ্ডামারার জমির ভুয়া কাগজপত্র তৈরি প্রক্রিয়ায় জড়িত একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান যে গত ২.১১.২০১৫ তারিখে সার্ভেয়ার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং কানুনগো টিনোদ বিহারী চাকমা কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য এস আলম গ্রুপের পক্ষে নতুন করে ৩১০০ একর জমি ক্রয়ের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। সেখানে ইতিমধ্যে ৬৬০ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং এর বাইরে আরো ৭০০ একর সরকারি খাসজমি এস আলম গ্রুপের নামে বরাদ্দ দেওয়ার সুপারিশ জানান।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, এস আলম গ্রুপ কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য গণ্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বরগনা, পশ্চিম বরগনা ও গণ্ডামারা– এই তিনটি মৌজার ৪৪০০ একর জমি নেওয়ার চেষ্টা করছে। পুরো এলাকায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষের বাস। সরকারি ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটারের সংখ্যা ২৮ হাজারের বেশি।

এস আলম গ্রুপের এসব কাজে সহায়তা করেন জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আরিফুল্লা এবং স্থানীয় ভূমি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা। পরে ভূমি প্রশাসনে গণ্ডামারার জমির ভুয়া কাগজপত্র তৈরি প্রক্রিয়ায় জড়িত একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান যে গত ২.১১.২০১৫ তারিখে সার্ভেয়ার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং কানুনগো টিনোদ বিহারী চাকমা কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য এস আলম গ্রুপের পক্ষে নতুন করে ৩১০০ একর জমি ক্রয়ের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। সেখানে ইতিমধ্যে ৬৬০ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং এর বাইরে আরো ৭০০ একর সরকারি খাসজমি এস আলম গ্রুপের নামে বরাদ্দ দেওয়ার সুপারিশ জানান।

যেখানে ৭ হাজারের বেশি পরিবার বাস করে, সেখানে কানুনগো টিনোদ বিহারী চাকমা মাত্র ১৫০টি পরিবার দেখিয়ে এই ১৫০ পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়ে এস আলম গ্রুপের পক্ষে ভূমি ক্রয়, অধিগ্রহণ ও বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেন। এই তিনটি মৌজায় আরো আছে প্রায় ৭০টি মসজিদ, মক্তব, বেশ কিছু কবরস্থান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশান, একটি কারিগরি স্কুল, একটি হাই স্কুল, ৫টি কওমি মাদ্রাসা, দুটি আলিয়া মাদাসা, ৮টি প্রাইমারি স্কুল, ৫টি বাজার, ২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি জেটি। একই সাথে যা প্রায় ৫০০ একরজুড়ে লবণের ঘের, ১৮০০ একর ধান চাষের জমি এবং বর্ষা মৌসুমে ৫০০ একর জমির চিংড়িঘের এবং প্রায় ১৫০০ একর ম্যানগ্রোভ বনভূমির ক্ষতি করবে।

গণ্ডামারা এলাকায় গিয়ে প্রথমেই দেখা যায়, প্রায় ১৩টি সিএনজিতে করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ করতে আসা শ্রমিকরা তাদের কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য মালপত্র নিয়ে সাইট থেকে চলে যাচ্ছে। কিছুটা দূরে এস আলম গ্রুপের একদল লোকের সাথে দেখা হয়। সেখানে এস আলম গ্রুপের মামুনসহ আরো বেশ কয়েকজন স্থানীয়দের ভয়ভীতি দেখাচ্ছিলেন। তাঁরা অনুসন্ধানকারীদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন এবং একপর্যায়ে বলেন, 'কোনো পরিবেশদূষণ হবে না, এসব কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।' মামুন অনুসন্ধানকারীদের জানান যে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়ে পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন এবং দেখেছেন, সেসব জায়গায় কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেখানে কোনো দূষণ নেই। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি কোন কোন দেশে গেছেন। জবাবে জানান, মালি, সেনেগাল, কঙ্গোসহ কয়েকটি দেশে তিনি সফর করেন। উল্লেখ্য, আফ্রিকার দরিদ্রতম এসব দেশের বেশির ভাগেই কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। যেসব দেশে আছে সেখানে আবার সবার ঢোকার অনুমতি নেই। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে 'আপনি কি কোনো কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে পরিদর্শন করেছেন?' জবাবে তিনি 'না' বলেন। তাহলে আপনি যে বলছেন কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে, তার ভিত্তি কী? জবাব না দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে যে পরিবেশের ক্ষতি হবে তার ভিত্তি কী? এর উত্তরে তাঁকে বলা হলো, আপনার মোবাইলসহ এখানে সবার মোবাইলে ইন্টারনেট আছে। একটু কষ্ট করে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখেন কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভালো-মন্দ কী? তথ্য এখন সবার কাছে আছে।

পরে প্রকল্পের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ছাত্র সাদ্দাম, নুর মোহাম্মদ, আবু বকর, আব্দুস সালেক, স্থানীয় শিক্ষক মোহাম্মদ জালাল চৌধুরী, কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, অ্যাডভোকেট ইকবাল, আমানুল ইসলামসহ সাধারণ লোকজনের সাথে কথা বললে তাঁরা জানান, গণ্ডামারা ইউনিয়নের বেশির ভাগ শ্রমজীবী। কিছু জমিতে ফসল উৎপাদন হয়। তবে বেশির ভাগের আয় বর্ষা মৌসুমে চিংড়ি আহরণ এবং বছরের বাকি সময় লবণ চাষ। এখানে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলে প্রথমত তাঁরা ভূমিহীন হবেন, দ্বিতীয়ত তাঁরা তাঁদের কর্মসংস্থান হারাবেন। তাঁদের পক্ষে বাপ-দাদার ভিটামাটি-কবর ছেড়ে উপজেলা শহরে কিংবা আরো দূরে গিয়ে বাড়ি, জমি ক্রয় করা সম্ভব নয়। কয়েক দিন আগের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তাঁরা বলেন যে এস আলম গ্রুপ একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি ওঠানো শুরু করেছে, যার প্রভাবে ইতিমধ্যে সারা গণ্ডামারা ইউনিয়নে টিউবওয়েলে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যদি এস আলম গ্রুপ এখানে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করে এবং প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার পানি ওঠায় তাহলে এলাকাবাসীর বেঁচে থাকাটাই কঠিন হবে। সে কারণে প্রাণ থাকতে তাঁরা এস আলম গ্রুপকে এখানে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে দেবেন না। ইউপি চেয়ারম্যান মাওলানা আরিফুল্লা, কানুনগো টিনোদ বিহারী চাকমা, এস আলম গ্রুপের স্থানীয় প্রতিনিধি নাসির, মামুনদের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে এলাকার লোকজন ক্রমেই আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এস আলম গ্রুপের কাউকে, এমনকি কোনো কিছুকেই এলাকার মানুষ সহ্য করতে পারছিল না।

হাজি মোহাম্মদ ইউনুস, রশিদ আহাম্মদ, মুন্সি মিয়া, হাসন আহাম্মদ, নুর আশা, মোহাম্মদ আজিজ এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর ভাষ্য : ১ এপ্রিল ২০১৬ শুক্রবার এস আলম গ্রুপের মালিক মাসুদ সাহেবের বড় ভাই ১৫ থেকে ২০টি মোটরসাইকেল, ১০ থেকে ১৫টি জিপ-মাইক্রোবাস নিয়ে তাঁদের প্রকল্প এলাকায় এসেছিলেন। সেদিন গ্রামবাসী মাসুদ সাহেবের বড় ভাইকে তাঁর গাড়ি নিয়ে সসম্মানে চলে যেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে আসা মোটরসাইকেল আরোহীরা মূলত এস আলম গ্রুপের গুণ্ডাবাহিনী ছিল। তারা এলাকার সাধারণ ক্ষিপ্ত মানুষের ভেতর ঢুকে পড়ে লোকজনকে আরো উত্তেজিত করে তোলে এবং একপর্যায়ে নিজেরাই কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। সেদিন রাতে এস আলম গ্রুপের চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাহাদুর আলম হিরণ বাদী হয়ে এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। পরের শনি ও রবিবার দুই দিনে আটজন নিরীহ গ্রামবাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গ্রামবাসী বুঝতে পারে, এটি ছিল গ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষকে থানা-পুলিশ, জেল-জরিমানায় হয়রানি করার জন্য একটি পরিকল্পিত ঘটনা। তারা ইতিমধ্যেই ভিটামাটি, কবরস্থান রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী সাবেক চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীকে বিষয়টি জানান এবং এই অন্যায় ও পরিকল্পিত ভাঙচুর এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৪ এপ্রিল বিকেলে সমাবেশ আহ্বান করেন। সেই সমাবেশস্থলে যখন গ্রামবাসী জড়ো হচ্ছিলেন তখন ১৫-২০টি মোটরসাইকেলে চড়ে এস আলম গ্রুপের গুণ্ডারা এসে বলতে থাকে যে এখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই পুলিশ এসে জড়ো হওয়া মানুষের ওপর গুলি চালায়। এখানে বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষ-বিপক্ষের অর্থাৎ দুই পক্ষের গ্রামবাসী ছিল না। ছিল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধের গ্রামবাসী এক পক্ষ আর পুলিশ, এস আলম গ্রুপের গুণ্ডারা মিলে এক পক্ষ। পুলিশের গাড়িবহরে কেউ বাধা দেয়নি। বরং পুলিশ এসে প্রথমে সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করতে থাকে, তারপর ২০০ রাউন্ডের মতো ফাঁকা গুলি চালায়, শেষে মানুষ লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

৬ এপ্রিল ২০১৬ চট্টগ্রাম শহর থেকে জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদলের সাথে গণমুক্তি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ নাসু, সিপিবির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক সাহা, গণসংহতি আন্দোলনের চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়কারী হাসান মারুফ রুমী, বাসদের (মার্কসবাদী) জেলা সদস্যসচিব অপু দাশগুপ্ত, বাসদ নেতা আল কাদরি জয়, সিপিবির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমৃত বড়ুয়া, মাওলানা ভাসানী

ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক ছিদ্দিকুল ইসলাম, গবেষক-লেখক প্রকৌশলী মাহবুব সুমন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের শিক্ষক নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজ, যুবনেতা আনামুল ইসলাম, বাসদ (মার্কসবাদী) বাঁশখালীর সংগঠক অমৃত করণ, ছাত্র ইউনিয়নের জেলা সভাপতি শিমুল কান্তি বৈষ্ণব, ছাত্র ফেডারেশন চট্টগ্রাম নগরের সভাপতি ফরহাদ জামান জনি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম নন্দী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আরিফ মইনুদ্দিনসহ আমরা আবার গণ্ডামারা ইউনিয়নে যাই।

ঐতিহাসিক জলকদর খালের ওপর নির্মিত ব্রিজ পার হতেই দূর থেকে দেখা যায়, গণ্ডামারার অগুনতি মানুষ উৎসুক হয়ে দূর থেকে তাকিয়ে আছেন। উদ্দেশ্য তাদের আন্দোলনের পক্ষের লোক হলে ঢুকতে দেবে। কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। বললাম, আমরা আপনাদের দেখতে এসেছি। আমাদের ১২-১৩ জনকে তারা সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে চললেন ঘটনাস্থলের দিকে। পথের মধ্যে গুলি খাওয়া অনেক আহত মানুষ দেখলাম ব্যান্ডেজ পরে আমাদের সাথেই হেঁটে কিংবা শ্লোগান দিয়ে চলছে। বাজার পার হয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা মাটির বাড়ি। দেয়ালে গুলির দাগ। শফিউল আলম জানালেন, তাঁর স্ত্রী কুলসুমা বেগম (৩২) সাড়ে তিন বছরের ছোট বাচ্চাকে আগলে ধরে ঘরের মধ্যে বসে ছিল। পুলিশের পোশাক পরা এস আলমের লোকেরা (পুলিশ নয়) বাইরে থেকে দৌড়ে এসে কুলসুমা বেগমকে পাঁজরে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে বুঝলেন তারা পুলিশ নয়? বললেন–এদেরকে আমরা আগে থেকেই চিনি, এরা এলাকার লোক। এস আলমের পক্ষে কাজ করছে। এরা পুলিশে চাকরি করে না। বাড়ির উঠানে-দেয়ালে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখতে দেখতে আমরা স্কুল মাঠের দিকে রওনা দিলাম, যেখানে সমাবেশ এবং মূল গোলাগুলি হয়েছিল।

সমাবেশস্থলে এখনো রক্তের দাগ শুকায়নি। আমাদের দেখে অনেক মানুষ ছুটে এলো। সবাই তাদের সেদিনকার রোহমর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সেদিন নিরস্ত্র মানুষদের লক্ষ্য করে এক হাজারের বেশি গুলি ও টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। এস আলমের গুণ্ডাবাহিনী নাকি তাদের মালিককে দেখাতে চেয়েছিল যে তারা কত ভালো কাজ করে। এখানে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন বক্তৃতা দেওয়ার পর আমরা মাওলানা বশির সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। পথে পথে বহু লোক, বহু নারী আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলল। তাদের শরীরে গুলির দাগ, ব্যান্ডেজ দেখাল। বলল–টিভিতেও আমাদের খবর ঠিকমতো দেখাচ্ছে না, আমাদের কথাও শোনাচ্ছে না। আপনারা দয়া করে আমাদের কথাগুলো পৌঁছে দেবেন। তাদের কথা শুনলাম। সব ঘটনার প্রায় একই বর্ণনা। সমাবেশ উপলক্ষে সবাই জড়ো হয়েছিল। ১৪৪ ধারার কোনো পূর্বঘোষণা বা মাইকিং কিছুই হয়নি, হঠাৎ সমাবেশ লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়, যাতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হন।

যা হোক, এখান থেকে সামনে মাওলানা বশিরের বাড়ির দিকে এগোতে থাকলাম। সেখানে আরো হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ৪ তারিখের গুলিবর্ষণে মাওলানা বশিরের আপন দুই ভাই এবং তাঁর ভাতিজিজামাই নিহত হন। প্রথমে তাঁর বড় ভাইকে গুলি করা হয়, তাঁকে বাঁচানোর জন্য অন্য ভাই ছুটে গেলে তাঁকেও গুলি করা হয়। তাঁকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মেয়েজামাই ছুটে গেলে তাঁকেও গুলি করা হয়। তিনজনই ঘটনাস্থলে নিহত হন। তিনজনকে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে। আসার সময় আমরা আলাপ করছিলাম, কয়লা ফুলবাড়ীতে মানুষের প্রাণ নিয়েছিল, এখানেও মানুষের প্রাণ নিল। ভবিষ্যতে না জানি আরো কত নিরীহ মানুষকে কয়লার জন্য প্রাণ দিতে হয়!

পুলিশের গুলিতে নিহত মুর্তজা, আনোয়ার, জাকেরদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ৮ এপ্রিল ২০১৬ তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আনু মুহাম্মদ, সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, প্রকৌশলী মাহবুব সুমন, নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজ, প্রকৌশলী কল্লোল মুস্তফা, গায়ক-সংস্কৃতিকর্মী অরূপ রাহী এবং গণসংহতি আন্দোলন কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ফিরোজ আহমেদ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রামের বাম প্রগতিশীল প্রায় সব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গণ্ডামারার ঘটনাস্থলে যান। জাতীয় কমিটি গণ্ডামারা ইউনিয়নে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সাথে কথা বলে, আহত ও নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে, বিকেলে জাতীয় কমিটির উদ্যোগে বাঁশখালী হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়।

একটি স্থানে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলে সেই স্থানসহ তার চারপাশের ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার পানিতে, বাতাসে ফ্লাই অ্যাশের বিষ ছড়িয়ে পড়ে, বটম অ্যাশের বিষে মাটি বিষাক্ত হয়ে যায়, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্গত সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে এসিডবৃষ্টি হয়, তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম মিশে মানুষসহ সকল প্রাণীর ক্যান্সার হয় এবং মহামারি আকারে স্থানীয় জনগণের অ্যাজমা, হাঁপানি দেখা দেয়। গাছপালা, সবজি, গুল্ম বিষাক্ত হয়ে পড়ে, ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফুসফুসের ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাতসহ ভয়ানক সব রোগের ঝুঁকি বাড়ে । বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে প্রতিদিন এক থেকে দেড় কোটি লিটার সুপেয় পানি উত্তোলন করার কারণে আশপাশের বিশাল এলাকায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহৃত গরম পানি প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়ার কারণে পুরো এলাকার মৎস্যসম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। সার্বিক বিচারে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ধরনের একটি ক্ষতিকর প্রকল্প করার জন্য চীনা কোম্পানি SEPCOIII Electric Power Construction Corporation এর সাথে বাংলাদেশের এস আলম গ্রুপের চুক্তি সম্পাদন, নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু এবং তার ফলে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ, হত্যার তীব্র নিন্দা এবং একই সাথে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাই।

মাহবুব সুমন : প্রকৌশলী
ই-মেইল : mahbub.sumon@gmail.com